যুগান্তর

তারিখ 31 MAR 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

চট্টগ্রামে দুর্নীতির মাধ্যমে অনুমতি পেয়েছে অর্ধশতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

শহীদুল্লাহ্ শাহরিয়ার, চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন এলাকায় বিগত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের পাঁচ বছরে ক্ষমতার প্রভাবে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে অর্ধশতাধিক স্কুল ও কলেজে পাঠদানের অনুমতি ও একাডেমিক স্বীকৃতি দিয়েছে বোর্ড কর্তৃপক্ষ। প্রয়োজনীয় শর্ত প্রতিপালন না করা সত্ত্বেও বিএনপি-জামায়াতপন্থীদের মালিকানাধীন হলেই এসব স্কুল-কলেজের অনুমতি ও স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। পাঠদানের অনুমতি পাওয়ার তিন বছর পর লেখাপড়ার পরিবেশ এবং পরীক্ষার ফলাফল সন্তোষজনক মনে হলে একাডেমিক স্বীকৃতি প্রদানের নিয়ম থাকলেও একদিনের ব্যবধানে পাঠদান অনুমতি ও একাডেমিক স্বীকৃতি প্রদানের নজিরবিহীন ঘটনাও ঘটেছে শিক্ষা বোর্ডে। এ ক্ষেত্রে মঞ্জুরি কমিটির তোয়াক্কাও করা হয়নি। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, মাত্র একজন ছাত্র নিয়েও চলছে কলেজের কার্যক্রম। পার্বত্যাঞ্চল কিংবা গ্রামের কোন স্থানে স্কুল বা কলেজের অনুমতি নিয়ে ক্যাম্পাসের নামে মহানগরীতে পরিচালনা করা হচ্ছে শিক্ষা ব্যবসা। অনুসন্ধানে জানা গেছে, বোর্ডের তৎকালীন চেয়ারম্যান প্রফেসর এএম শহীদুল্লাহর হাতেই এসব স্কুল-কলেজের পাঠদান ও একাডেমিক স্বীকৃতি মিলেছে। অবসরে যাওয়ার পর তার হাতেই স্বীকৃতিপ্রাপ্ত এ ধরনের একটি স্কুলে এখন তিনি অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োজিত রয়েছেন। স্কুলের অনুমতি নিয়ে কলেজ পরিচালনা, আবার কলেজের অনুমতি নিয়ে স্কুল পরিচালনা করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ রয়েছে।

বেসরকারি উদ্যোগে স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসা স্থাপন, চালুকরণ ও স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। নীতিমালা অনুযায়ী স্কুল-কলেজ বা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার [illegible] প্রতিষ্ঠা [illegible]

পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৬

প্রতিষ্ঠান : অর্ধশতাধিক

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বোর্ড কর্তৃপক্ষ চার মাসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রাথমিকভাবে তিন বছরের জন্য পাঠদান অনুমতি দেয়ার বিধান রয়েছে। এ তিন বছরের মধ্যে আরও কিছু শর্ত যেমন— অন্তত একবার সংশ্লিষ্ট বোর্ডের পাবলিক পরীক্ষায় ৭০ শতাংশ শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ করা, অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে কমপক্ষে ৫০ শতাংশ উত্তীর্ণ হওয়া, নিম্নমাধ্যমিকের ক্ষেত্রে ১০ জন জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এর মধ্য থেকে ৭০ শতাংশ শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হলেই পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য একাডেমিক স্বীকৃতি দেয়া হবে। এ পাঁচ বছরের শিক্ষা কার্যক্রম মূল্যায়ন করেই স্থায়ী স্বীকৃতি প্রদানের বিধান রয়েছে। এর মধ্যে কোন শর্ত পূরণ না হলে বা শর্ত পূরণ করতে ব্যর্থ হলে স্কুল-কলেজের স্বীকৃতি বাতিলেরও বিধান রয়েছে। এছাড়া স্কুল-কলেজ স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের দূরত্ব, শিক্ষার্থীর সংখ্যা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে নিজস্ব জমি কতটুকু থাকবে তাও নির্ধারিত রয়েছে। সব মিলিয়ে ১৩টি শর্ত পূরণের বিধান থাকলেও এ বিধান শুধু কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ। পাঠদান অনুমতি বা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বেসরকারি স্কুল বিশেষ করে মহানগরীর ৯৫ শতাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই এ নীতিমালার তোয়াক্কা করছে না। বিগত বিএনপি সরকারের আমলে পাঠদান অনুমতি বা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত স্কুল-কলেজের ক্ষেত্রে সব ধরনের শর্তের ব্যত্যয় ঘটেছে।